সতীবিয়োগ নাটক ॥

বর্দ্ধমানাধিপতি হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ

শ্রীলশ্রীযুক্ত আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌মহতাব্ বাহাদুরের

আদেশানুসারে

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক

প্রণীত

বর্দ্ধমান

অধিরাজযন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭০৪। বঙ্গাব্দা ১২৮৯।

বিজ্ঞাপন।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌মহ্‌তাব্ বাহাদুর পতিব্রতা সতীগণের অগ্রগণ্যা সতীদেবী পতিনিন্দা শ্রবণে পিতৃভবনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যে পতিব্রতা-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অভিনয় করাইবার উদ্দেশে এই সতীবিয়োগ দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করিবার আদেশ করায়, আমি পৌরাণিকমতানুসারে যথাবুদ্ধি এই নাটক প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কন করিলাম; সামাজিকগণ আমার দোষভাগ সংশোধনপূর্ব্বক পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল হইবে, কিমধিকমিতি। ১২ অগ্রহায়ণ। ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

বৰ্দ্ধমান রাজবাটী। শ্রীঅঘোরনাথতত্ত্বনিধি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দক্ষ,	ব্রহ্মার পুত্র।
নারদ, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ভৃগু,	দেবর্ষিগণ।
১ ম, মন্ত্রী। ২ য়, মন্ত্রী।	দক্ষের সচিব।
মহাদেব,	সংহারকর্ত্তা।
নন্দী, রুদ্রগণ।	শিবের পারিষদ।
ব্রহ্মা,	সৃষ্টিকর্ত্তা।
বিষ্ণু,	পালনকর্ত্তা।
ইন্দ্র,	দেবরাজ।
দধীচি,	দেবর্ষি।
প্রহরী,	দ্বারপাল।
সভাসদ,	সভাস্থ।
মাণ্ডব্য, কৌৎস, উতঙ্ক,	মুনিবিশেষ।
বীরভদ্র,	শিবানুচর।

প্রমথগণ, — রুদ্রের পারিষদ।

ঊর্দ্ধবক্ত্র,
হস্তমুখ,
পৃষ্ঠমুখ,
— ভূতবিশেষ।

সূর্য্য, — দিবাকর।

তদ্ভিন্ন ৪ জন ছাত্র ব্রাহ্মণগণ ভূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সতী, — দক্ষকন্যা শিবানী।
জয়া, — সতীর সখী।
কা, সতী, — কালীমূর্ত্তিধারিণী সতী।

তারা।
ষোড়শী।
ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী।
ছিন্নমস্তা।
ধূমাবতী।
বগলা।
মাতঙ্গী।
কমলা।
— দশমহাবিদ্যা।

প্রসূতি। — দক্ষপত্নী।
দক্ষকন্যাগণ।

সতীবিয়োগ নাটক।

অপটীক্ষেপ।

প্রথম অঙ্ক।

দক্ষালয় রাজসভা।

দক্ষ, নারদ ও মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণ আসীন।

দক্ষ। মহর্ষিগণ! প্রজাপতিগণের যজ্ঞসভায় ঋষি, মুনি, যক্ষ, কিন্নর, অমরগণ সকলেই আমাকে দেখে গাত্রো-খান ক'ল্লেন, কিন্তু ভাঙ্গী অজ্ঞান আমার কনিষ্ঠ জামাতা আমাকে দেখে উত্থান করা দূরে থাকুক অভ্যর্থনাও ক'ল্লে না; আমাকে সে মান্য কর্‌বে ব'লে আমি সেই মর্কটলোচন ত্রিলোচনকে মৃগলোচনা সতী কন্যাকে দান ক'ল্লাম, কিন্তু সে দিবস ঐ উন্মত্ত কপালপাণি আমাকে দেখে প্রণাম তো নয়ই বাক্য-দ্বারাও অভিনন্দন ক'ল্লে না। আমি পূর্ব্বে জানতাম্‌ না ঐ কপালপাণি, অশুচি, অহঙ্কারী এবং লোক-মর্য্যাদা অনভিজ্ঞ, আমি শূদ্রকে বেদ দানের ন্যায় রুদ্রকে কন্যাদান ক'রেছি। তার নাম শিব, কিন্তু সর্ব্বদা ঘোররূপ ভূত প্রেত অশুচি পিশাচগণ লয়ে দিগম্বর ও উন্মত্ত হয়ে শ্মশানে বাস করে, অঙ্গে চিতা

ভস্ম প্রেত অস্থি ও নর নাড়ী অলঙ্কার, ওর শিব নাম ছলমাত্র, ওর ব্যবহার সকল অকল্যাণকর, আমি কেবল পিতা পরমেষ্ঠীর কথায় বশীভূত হ'য়ে কন্যা-রত্ন দান করেছি, অগ্রে জান্‌লে কখনই দিতাম্ না।

অঙ্গিরা। প্রজাপতে! যে কার্য্য হ'য়েচে তাতে অনুতাপ করা আবশক নাই, এক্ষণে সেই দিবসের অপমানের প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

দক্ষ। মহর্ষে! প্রতীকার আর কি? ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত কপালী যাতে যজ্ঞভাগ না পায়, তাতে তোমরা যত্ন কর।

পুলস্ত্য। সে দিবস আর কোন ঘটনা হ'য়েছিল কি না?

দক্ষ। হাঁ, আমার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ ক'রে সেই পাষণ্ডের অনুচর একটা বানরমুখ পিশাচ আমাকে ক্রুদ্ধ হয়ে ব'ল্লে যে, তোমার মুখ খসে পড়্‌বে।

মরীচি। (হাস্য করিয়া) বানরের কথাও কথা, ওসকল অগ্রাহ্য, তারা আচারভ্রষ্ট তাদের কথায় কি হ'তে পারে?

ভৃগু। আমি তৎকালে তাকে ব'ল্লাম, তোরা পাষণ্ড দুরা-চার বৃথা জটাধারী, অতএব তোদের ন্যায় এই শৈব-মতাবলম্বী যারা হবে তারাও সনাতন বেদমার্গ হ'তে পরিভ্রষ্ট হ'য়ে পৃথিবীতে নিন্দিতরূপে বিচরণ ক'র্‌বে।

অত্রি। তার পর কি হলো?

ভৃগু। তার পর আমার এই শাপ শুনে শঙ্কর উদ্বিগ্নচিত্তে ভূত প্রেতগণের সহিত প্রস্থান কল্লেন, অবভৃত স্নানের

দ্বারা যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমারাও স্ব স্ব গৃহে গমন ক'র্‌লাম।

দক্ষ। মহর্ষিগণ! আমার অদ্যকার সংকল্প শ্রবণ কর। আমি বৃহস্পতি-সব নামে যজ্ঞ আরম্ভ করি, ঋকৃবেদের কার্য্য হোতৃত্ব তাহা অতিকঠিন কর্ম্ম; অতএব তৎ-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ভৃগু হোতা হউন, আর নারদ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গলোকে এবং অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সমস্ত সপ্ত অধোলোকস্থ যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি সকল লোকে গমন ক'রে নিমন্ত্রণ করুন, কেবল সেই পিশাচসঙ্গী পাষণ্ডী কপালপাণিকে বল্‌বেন্‌ না।

নারদ। প্রজাপতে! তুমি সর্ব্বদা শিবনিন্দা কর সেই জন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হ'য়ে তোমার প্রতি অনিষ্ট কর্‌বার জন্য যে প্রকার ইচ্ছা করেছেন তা শ্রবণ কর। তিনি নিশ্চয়ই ভূতগণের সহিত তোমার পুরে প্রবেশ ক'রে ভস্ম অস্থি ও রক্তবর্ষণ-দ্বারা তোমার অমঙ্গল ক'র্‌-বেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তোমাকে ব'ল্লাম, এ কথা কদাচ প্রকাশ কর না, এক্ষণে বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের সহিত এর সদুপায় শীঘ্র মন্ত্রণা কর।

দক্ষ। দেবর্ষে! আমি আপনার বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হ'লাম, যা হউক উপদেশ মত উপায় কর্ত্তে যত্নবান্‌ হই।

নারদ। হঁা, যত্ন ক’ল্লে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য।

দক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে মন্ত্রিগণের প্রতি) মন্ত্রিবর্গ! তোমরা আমার বিপক্ষের অনিষ্ট চেষ্টার কিছুই অনুসন্ধান কর না, এই সত্যপরায়ণ দেবর্ষি নারদ আমায় ব’লে-চেন, সেই কপালী শিব ভূতগণের সহিত পুরী প্রবেশ করে আমার অনিষ্ট ক’র্‌বে, শুনুলে ত? তোমরা এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা কর।

১ ম, মন্ত্রী। (সভয়ে) মহারাজ! শুনেচি মহাদেব সকল দেবের আরাধ্য, তিনি আপনার অনিষ্ট ক’র্‌বেন, এতে ভয় হচ্চে, কিরূপে এর প্রতিবিধান ক’র্ব্ব তা আমার বুদ্ধিগম্য হয় না; আপনি অতিবুদ্ধিমান্ যা আজ্ঞা করেন, আমরা তাই ক’র্ব্ব।

দক্ষ। (কিঞ্চিৎ মৌনী থাকিয়া) মন্ত্রিগণ! আমি স্থির করেচি যে, এক যজ্ঞ ক’র্‌ব, সেই যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে নিযুক্ত রাখ্‌ব, তাতে সকল বিঘ্ন দূর হবে। সেই যজ্ঞে ভূতপতি ভিন্ন সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ ক’র্‌ব। আমার পুরমধ্যে সেই পুণ্যকর্ম্মের আরম্ভ হ’লে মহাদেব আর কি প্রকারেই বা প্রবেশ ক’রে আমার অনিষ্ট চেষ্টা ক’র্‌বে?

২য়, মন্ত্রী। (সভয়ে সহোপহাস্যে) মহারাজ! আপনি যা আজ্ঞা করেচেন, তাই সৎপরামর্শ; বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষক হ’লে শিবের সাধ্য যে পুরমধ্যে প্রবেশ করে যজ্ঞ নষ্ট করে।

দক্ষ। তবে তোমরা এখন ইন্দ্রাদি দেবতা, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, নাগলোক, পিতৃগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর-প্রভৃতি সকলের নিকটে আহ্বানপত্র প্রেরণ কর; (নারদের প্রতি) দেবর্ষি! আপনি দেবগণকে সম্বর্দ্ধনা করে বল্‌বেন যে, মহাদেব আর সতী ভিন্ন সকলের নিমন্ত্রণ হ'ল, তোমরা নির্ভয়ে সেই যজ্ঞে এসে আপন আপন ভাগ গ্রহণ ক'র্ব্বে; স্বয়ং বিষ্ণু এই যজ্ঞের রক্ষাকর্ত্তা হবেন, আর যিনি এই যজ্ঞে না আস্‌বেন, এই অবধি তাঁর যজ্ঞভাগ রহিত হবে।

নারদ। প্রজাপতে! এ অতি সৎপরামর্শ হয়েচে, এমন যজ্ঞ হয়নি হবেও না। আমি নিমন্ত্রণ করিগে (গাত্রোত্থান ও স্বগত) এ শিবরহিত যজ্ঞ ক'রে শেষে যে কি ফল ফল্‌বে—তা আমিই জানি। (প্রস্থান)

১ ম, মন্ত্রী। মহারাজ! দেবগণের যেরূপ নিমন্ত্রণের আদেশ হলো তা সেইরূপেই হবে, আর সতী ভিন্ন মহারাজের যে সকল কন্যা আছে, তাদিগের নিমন্ত্রণ ক'র্ত্তে হবে কি না? আর কত সামগ্রী বা প্রস্তুত ক'র্ত্তে হবে? যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কর্ম্মে বা কত লোক বৃত হবেন? এ সকল বিষয়ের যেমত অনুমতি হয়।

দক্ষ। হাঁ, দেবকন্যাদিগে আর সতী ভিন্ন আমার সকল কন্যাকেই নিমন্ত্রণ ক'র্ব্বে এবং পিষ্টকপর্ব্বত, মিষ্টান্নপর্ব্বত, পুরোড়াশপর্ব্বত, ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যা-প্রভৃতি যত প্রকার সুখাদ্য এবং সুপেয় আছে, সবই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করবে। বসুমতী স্বয়ং যজ্ঞে বেদী

হবেন, হুতাশন নির্দ্ধূম হ'য়ে স্বয়ং যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্বলিত রবেন, পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মকার্য্য ক'র্‌বেন, আশী-হাজার ব্রাহ্মণ হোতৃকার্য্যে নিযুক্ত হবেন, চৌষট্টি হাজার সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উদ্গীথদ্বারা উদ্গাতা হবেন। তোমরা এইরূপ আয়োজন কর, আমি পিতা ব্রহ্মার নিকটে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন ক'র্ত্তে চ'ল্লাম। (গাত্রোত্থান)

মন্ত্রিগণ। (উত্থানপূর্ব্বক) আমরা আজ্ঞা মত সমস্ত প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌ব, শীঘ্র প্রত্যাগমন কর্‌লেই যজ্ঞ আরম্ভ হবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

মহাদেব আসীন।

নন্দী ও রুদ্রগণ দণ্ডায়মান।

(একান্তে গানপূর্ব্বক নারদের প্রবেশ)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতালা।

" ভজ শিব-শঙ্কর, আশুতোষ গঙ্গাধর ॥
রজতগিরি সমান, শ্বেতকান্তি কলেবর ॥
ভোলানাথ ভয়হারী, পিণাক ত্রিশূলধারী,
নীলকণ্ঠ ত্রিপুরারি, কৃত্তিবাস যোগিবর।
ভূতেশ সর্প-ভূষণ, দেবদেব বৃষাসন,
চন্দ্রভাল ত্রিনয়ন, কৈলাসেশ দিগম্বর ॥

গলে রুদ্রাক্ষমালা, বম্ বম্ করে ভোলা,
সিদ্ধিতে বুদ্ধি অচলা, হর হর দুঃখ হর ॥”

নারদ। (স্বগত) এই যে, ভূতভাবন ভবানীপতি পরম সুখে আসীন আছেন, (অগ্রসর হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে) নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে, নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর। (বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

মহাদেব। বৎস নারদ! উপবেশন কর।

নারদ। (উপবেশন)

মহাদেব। সম্বাদ কি?

নারদ। (করপুটে) দয়াময়! আপনার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি আপনার অপমানের জন্য একটি যজ্ঞ আরম্ভ করেচেন, এমন যজ্ঞ কখন হয় নাই, হবেও না, যজ্ঞের ঘটার সীমা নাই। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগলোক, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলবাসী, যেখানে যত প্রাণী আছে, সে সকলকেই আহ্বান হ'য়েচে। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কেবল আপনাদের দুই স্ত্রী পুরুষের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

মহাদেব। উত্তম, তার পর?

নারদ। তার পর আমি দক্ষালয়ে প্রবেশ করে দেখ্‌লাম, সেখানে সকল দেবতারাই আছেন, কিন্তু আপনাদের দুজনের মধ্যে কাহাকেও না দেখে—নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে সেই শিবশূন্য সভা ত্যাগ করে আপনার নিকট আস্‌চি।

মহাদেব। (হাস্য বদনে) এখন কি কর্ত্তে হবে?

নারদ। দয়াময়ের প্রতি একরূপ দর্প ব্রহ্মা কি বিষ্ণুও কর্ত্তে পারেন না; এখন আপনি কিম্বা দাক্ষায়ণী কেহ কি সেই স্থানে গমন ক'র্‌বেন?

মহাদেব। (সহাস্যে) সে স্থানে আমাদের গমনের কোন প্রয়োজন নাই, প্রজাপতি দক্ষের যেরূপ ইচ্ছা হ'য়েচে, তিনি সেইরূপেই যজ্ঞ করুন, তাতে আমাদের হানি নেই।

নারদ। (স্বগত) ইনি ত দেখ্‌চি শান্তমূর্ত্তি, যোগীশ্বর, আশুতোষ ভোলানাথ হঠাৎ এঁর ক্রোধ হবে না, তবু পুনর্ব্বার বলি, (প্রকাশ্যে দুঃখের সহিত) দয়াময়! আপনার হানি কি, তা সত্য, কিন্তু আপনার অপমানের ইচ্ছাতে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হ'লে আপনার প্রতি যাবতীয় লোকের অবজ্ঞা হবে, এ অপেক্ষা আমাদের আর দুঃখের বিষয় কি আছে?

মহাদেব। এতে আমি কি ক'র্‌ব?

নারদ। দেবনাথ! সেখানে গমন ক'রে হয় বলপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, না হয় সেই যজ্ঞ ধ্বংস করুন, এর মধ্যে একটি ত না ক'র্‌লে লোকনিন্দার সীমা থাক্‌বে না।

মহাদেব। নারদ! আমার আবার লোকনিন্দার ভয় কি? লোকে যদি আমাকে নিন্দা করে, তা হ'লে আমার মনে হয়, আমার তারা স্তব ক'র্চ্চে, সে যা

হউক আমি কিম্বা আমার সতী কেহই সে প্রজাপতির যজ্ঞভূমিতে যাব না।

নারদ। (স্বগত) মহেশ্বর ত পরম যোগী, শান্তির সাগর, এ কথায় কোন রূপেই ইহাঁর ক্রোধ হ'লো না, তবে এখন মা জগদম্বার নিকট যাই, তিনি কি বলেন্ দেখি, (প্রকাশ্যে) প্রভু! এক্ষণে বিদায় হই।

মহাদেব। দেখ, নারদ! এ সব কথা সতীর নিকট ব'ল না, তিনি শুনলে প্রমাদ ঘট্‌বে।

নারদ। আজ্ঞে না, তাও কি হ'তে পারে, তাঁকে বল্‌ব না, (স্বগত) তাঁকে না ব'ল্লে আমার এত দূর আসার ফল কি, সেই জন্যই ত আসা। (প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

অন্তঃপুর।

(জয়ার সহিত সতীর প্রবেশ)

সতী। সখি জয়া! তুমি ব'ল্লে দেবর্ষি নারদ কৈলাসে এসেছিলেন, তা আমার সঙ্গে দেখা ক'ল্লেন না কেন?

জয়া। দেবি! তাঁকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লাম, কি জন্য তা জানিনে, আমার বোধ হয়, কোন বিশেষ কার্য্যে বিব্রত আছেন, সেই জন্যই আস্‌তে পারেন নাই।

(নেপথ্যে বীণা সহ গীত)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

সঙ্কট সকল কাটে, কালী নাম যে রটে মুখে।
কালী কলুষনাশিনী, সাধকে রাখেন সুখে॥
শ্যামা ভক্ত যেই জন, শমন করে দমন,
এই ত তন্ত্র লিখন, তারিণী বিপদে রাখে।
কালী ঋদ্ধি কালী বুদ্ধি, একাগ্রতা চিত্তশুদ্ধি,
ভক্তিভাবে জ্ঞানবৃদ্ধি, পতিত না হয় দুঃখে॥

নারদের প্রবেশ ও ভগবতীকে প্রদক্ষিণ।

নারদ। ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে। (বলিয়া প্রণাম)

(সতীর উপবেশন)

সতী। নারদ! উপবেশন কর; বৎস! আমি জয়ার নিকট শুন্‌লাম, তুমি মহাদেবের নিকটে এসেছিলে, কিন্তু আমার কাছে এস নেই বলে এইমাত্র জয়াকে বল্‌ছিলাম।

নারদ। মা! কৈলাসে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন না ক'রে কি যেতে পারি? প্রভুর নিকট কোন বিশেষ কথা হচ্ছিল, তাতেইং বিলম্ব হ'য়েচে।

সতী। বৎস নারদ! কি বিশেষ কথা হচ্ছিল?

নারদ। মা! সে কথা আপনার নিকট বল্‌তে পার্‌ব না।

সতী। কেন নারদ! কৈলাসনাথের সঙ্গে তোমার যে কথা হয়, তা আমায় বল্‌তে বাধা কি?

নারদ। জননি! আপনি তা শুন্‌লে দুঃখিতা হবেন, আর দেবদেব তা বল্‌তে নিসেধ করেচেন।

সতী। বৎস! আশুতোষ তো আমার নিকট কোন কথাই গোপন ক'রেন না, তবে আমায় না ব'ল্‌বে কেন? আমার মাথা খাও বল।

নারদ। জগদম্বে। ও কি কথা, দিব্বি দেন্ কেন? আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন আমি কোন মতে ক'র্‌তে পারি নে, তা বলি-কিন্তু,—

সতী। বল বাছা কি ব'ল্‌বে বল।

নারদ। ব'ল্‌ব মা! কিন্তু তবে,—

সতী। বল বাছা! বিলম্ব ক'র না।

নারদ। বলি মা! তবে কিন্তু কি না,—

সতী। ও নারদ! অমন ক'চ্চ কেন, শীঘ্র বল, কি হ'য়েচে, আমার বাপের বাড়ীর মঙ্গল ত?

নারদ। হাঁ, তবে কি না কিছু কিছু বটে আবার কিছু নাও বটে।

সতী। (সকরুণে) নারদ! তোমার স্বভাব ছাড়, সত্য বল, আমাকে দুঃখিত কর কেন?

নারদ। মা! তবে বলি, শুন্তে পার্‌বে ত? কিন্তু সাবধান, এ কথা যেন মহাদেব শুন্‌তে না পান।

সতী। না বৎস! তুমি বল, নারদ! তুমি শীঘ্র বল, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হ'চ্চে।

নারদ। (করুণস্বরে) মা! বলি, দেখ মা! ভক্তের মনো-বাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়, আপনার পিতা দক্ষপ্রজাপতি মহা-

দেবের অপমান ক'র্‌বার নিমিত্তে একটা যজ্ঞ আরম্ভ করেচেন, সেই যজ্ঞে সকল দেবতারাই নিমন্ত্রিত হয়েচেন, কেবল আপনাদের ছুই জনকার নিমন্ত্রণ হয় নেই।

সতী। তার পর বাছা ?

নারদ। জগদম্বে! আপনি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, আপনার নিমন্ত্রণ না হ'লেও পিতৃগৃহে গমনের কোন বাধা নাই, সেখানে যাওয়াই আপনার কর্ত্তব্য।

সতী। বৎস! শিবরহিত যজ্ঞে আমার যাওয়া কি উচিত হয় ?

নারদ। জননি! কন্যা হ'য়ে কি প্রকারে স্থির হ'য়ে থাকবেন ? বিশেষতঃ আপনার ভগিনীরা সকলেই সেই যজ্ঞস্থানে এসেচেন, প্রজাপতি সমাদরপূর্ব্বক তাঁদিকে মণিময় অভরণ প্রদান ক'চ্চেন, কেবল ঘৃণা করে আপনাদের ছুইজনকে বলেন্ নেই।

সতী। বৎস নারদ! আমি সেখানে গিয়ে কি ক'র্‌ব ?

নারদ। দক্ষ প্রজাপতির অহঙ্কার চূর্ণ ক'র্‌বেন; (সদর্পে) আপনি দর্পহারিণী ছুর্গা ছুষ্টের দর্প নষ্ট ক'র্‌বেন। (সবিস্ময়ে) মহাদেব তো কেবল যোগপরায়ণ যোগছাড়া আর কিছুতেই তাঁর মনোযোগ নেই। মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, শত্রু, মিত্র, সর্ব্বত্রই সমান জ্ঞান; উনি সেখানে যাবেন না, যাতে ভাল হয়, আপনি করুন, আমি এখন বিদায় হই। (প্রণামপূর্ব্বক নারদের প্রস্থান)

সতী। সখি জয়া! পিতা আমার শিবরহিত যজ্ঞ করেছেন ব'লে আমার পিতৃভবনে যাওয়ায় বাধা কি? পিতৃগৃহে কন্যার আবার নিমন্ত্রণ কি?

জয়া। ভগবতি! এ কথা সত্য বটে কিন্তু, শিবরহিত যজ্ঞ শুনে আমার প্রাণ একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো; দেবি! আপনার সেখানে গিয়ে কায নেই।

সতী। না সখি! আমার সেখানে যেতে একান্ত ইচ্ছা হচ্চে, আমি প্রভুর নিকট যাই তিনি কি বলেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

মহাদেব পূর্ব্ববৎ আসীন।

(সতীর প্রবেশ।)

সতী। প্রভু দয়াময়! নারদের মুখে তো সব শুনলাম, আমার ইচ্ছা হচ্চে, আমরা দুজনেই সেই যজ্ঞস্থানে যাই। যদিও দ্বেষ ক'রে পিতা নিমন্ত্রণ করেন নেই, তবু বোধ হয়, আমরা উপস্থিত হ'লে সে ক্রোধ দূর হবে, আর সম্মানও ক'র্‌বেন; পিতা মাতা, কন্যা জামাতার প্রতি কখন নিষ্ঠুর থাকৃতে পারেন না।

মহাদেব। (সহাস্যে) প্রিয়তমে! তুমি এ কথা মনেও স্থান দিও না; বিনা আহ্বানে গমন, মরণ অপেক্ষায় অধিক, (ঈষৎ ক্রোধে) দক্ষপ্রজাপতি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত

হ'য়ে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'চ্চেন, সেখানে আমাদের যাওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সতী। দেব! সেখানে না গেলে আমার বড় দুঃখ হবে।

মহাদেব। সতি! বিবেচনা করে দেখ, জামাতার শ্বশুর বাড়ী গৌরবের স্থান, সেখানে অপমান হ'লে যদি ক্রোধ হয়, তা হ'লে ত রক্ষা থাক্‌বে না। একে ত দক্ষপ্রজাপতি আমাকে ভিক্ষুক বলেন, তাতে আবার এই ক্রোধের সময়ে গেলে কতই গ্লানি ক'র্‌বেন। শঙ্করি! তুমি ক্ষমা কর, আর ও কথা উত্থাপন ক'র না।

সতী। প্রভো! আপনি যদি নিতান্তই না যাবেন, তবে আমাকে অনুমতি করুন, আমি কন্যা, পিতৃগৃহে আমার অপমান কি? আমি পিতাকে বাধ্য ক'রে আপনার যজ্ঞভাগ নিয়ে আস্‌ব; আমি যেয়ে পিতাকে জ্ঞানদান ক'র্‌ব, আপনি জ্ঞানদাতা গুরু, আপনার শ্বশুর হ'য়ে আমার পিতা যদি অজ্ঞান থাকেন, তা তো ভাল দেখায় না; আপনি তাঁর মোহ নাশ ক'রে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

মহাদেব। প্রিয়তমে! যে কায় মন বাক্যে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, আমি জ্ঞানের দ্বারা তাকে কৃতার্থ করি। এ যে সেরূপ নয়; তোমার পিতার যে আমাতে শ্রদ্ধা নাই। তুমি গিয়ে যদি আমার নিন্দা শ্রবণ কর, তা হ'লে যে কি সর্ব্বনাশ হবে, তা আমি বল্‌তে পারি নে। আমি কোন রূপেই তোমাকে সেখানে যেতে দেব না;

সতি! তুমি পতিরবাক্য অতিক্রম ক’রে সেখানে গেলে দুঃখ পাবে॥

সতী। আপনি আর নিবারণ ক’র্‌বেন না, আমায় যদি কখন আদর ক’রে গোত্র নাম ধ’রে দাক্ষায়ণি বলে সম্বোধন করেন, তাতে আমার লজ্জা হয়।

মহাদেব। (ক্রোধে) তুমি পত্নী হ’য়ে পতিবাক্য অবহেলন কর? মনে মনে কি স্থির ক’রেছ? কোনক্রমেই যেতে পাবে না। যে দুরাত্মার মান হানির ভয় নেই, সেই সেখানে যায়, সে আমার নিন্দা ক’র্‌বে, তুমি তাই শুনবে? তাতে তোমার সন্তোষ হবে? সেই জন্য তুমি যেতে চাচ্চ?

সতী। (সক্রোধে) এ ত বড় চমৎকার দেখ্‌চি, অনেক তপস্যা করে আমি আপনাকে পেয়েছিলাম, হিমালয়-বনিতা মেনকা আমায় কন্যা লাভ ক’র্‌বেন্ বলে কঠোর তপস্যা কচ্চেন, আপনি আমায় যে নিদারুণ কথা ব’ল্লেন, সেই জন্য এখন আমার প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়।

(উত্থান ও প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

মহাদেব আসীন।

মহাদেব। (স্বগত) সতী যেরূপ ক্রোধান্বিত হ’য়ে ওষ্ঠাধর

কম্পিত নয়ন-ত্রয় আরক্ত ও অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ক'রে গেলেন এতে বোধ হয়, কোন দুর্ঘটঘটনা ঘটবে। (নির্নিমেষনেত্রে চিন্তা)

অট্ট অট্ট হাস্যের সহিত কালীমূর্ত্তিধারিণী সতীর একান্তে প্রবেশ।

কা. সতী। (হুঙ্কার ও বিকটনাদ-পূর্ব্বক) আমার ইচ্ছার প্রতিঘাত কখনই হ'তে পারে না।

মহাদেব। (বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত)

কা, সতী। (হাস্য বদনে) ভয় কি, ভয় কি।

(মহাদেব পশ্চাৎ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক পলায়নোদ্যত। পটো-ত্তোলন ও সতীর দশ দিকে দশবিধ মূর্ত্তি প্রদর্শন)

কা, সতী। (হাস্য পূর্ব্বক) হা প্রভু কাকে ভয় ক'চ্চেন, চিন্তে পাচ্চেন্ না।

মহাদেব। (হস্ত-দ্বারা মুখাবরণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান) (ক্রমে ক্রমে হস্তাপসারণ পূর্ব্বক (কালী মূর্ত্তির প্রতি সভয়ে) শ্যামাদেবি! আপনি কে? আমার প্রাণবল্লভা সেই সতী কোথায় গেলেন?

কা, সতী। প্রভো! আপনি কি দেখ্‌চেন না? আমিই সেই সতী সম্মুখে আছি। (মৃদু হাস্য-পূর্ব্বক) প্রাণ-বল্লভ! আপনি কি আমায় চিন্তে পার্‌লেন না? আ-পনার সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে এত মালিন্য হ'ল কেন?

মহাদেব। দেবি! তুমি যদি যথার্থই আমার প্রাণবল্লভা সেই সতী, তবে এরূপ ভয়ঙ্কর ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ

বিকটমূর্ত্তি কেন? দশ দিক্ ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি এই দেবী সকল এঁরা কে? এই সব দেখে আমি নিতান্ত কাতর হ'য়েচি, শীঘ্র আমাকে বৃত্তান্ত বল?

কা, সতী। (সহাস্যে) প্রিয়তম! আপনার কি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল বিস্মরণ হ'য়েচে? আমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্রী, আদ্যা প্রকৃতি, পূর্ব্বের অঙ্গীকার অনুসারে দক্ষালয়ে গৌরাঙ্গী হ'য়ে জন্মেচি। সেই আমি এখন পিতার মহাযজ্ঞ নাশ ক'র্‌বার নিমিত্ত এই ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি ধারণ ক'রেচি। আমার নিকট আর ভয় নেই। (হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক) আর চতুর্দ্দিকে এই যে সকল মূর্ত্তি দেখ্‌চেন, এ হতেও আপনার কোন শঙ্কা নেই, আপনাকে সুস্থির ক'র্‌বার্ জন্য আমি এই সকল মূর্ত্তি ধারণ ক'রেচি।

মহাদেব। হায়! আমি কি কৃতঘ্ন? যাঁর প্রসাদে আমি দেবাদিদেব মহাদেব হ'য়েচি, সেই পরমারাধ্যা পরমেশ্বরীকে তিরস্কার ক'রে কত কটু কথা ব'লেছি, এ অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে? (দেবীর প্রতি) পরমেশ্বরি! অজ্ঞান-বশত যে সকল অপ্রিয়-বাক্য প্রকাশ ক'রেচি, তাতে আমি নিতান্ত অপরাধী হ'য়েচি। আপনিই আমাদের উৎপত্তির কারণ। সে সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

কা, সতী। (ঈষৎ হাস্য)

মহাদেব। (হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক) এই সকল মূর্ত্তির নাম কি?

কা, সতী। আশুতোষ! সকল দেবতারাই আমার স্বরূপ, তার মধ্যে এই সকল মূর্ত্তি মহাবিদ্যা, আমি কালী, (ক্রোধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক) ইনি তারা, ইনি ষোড়শী, ঐ ভুবনেশ্বরী, ইনি ভৈরবী, ইনি ছিন্নমস্তা, ঐ ধূমাবতী, ইনি বগলা, ইনি মাতঙ্গী, আর এই মূর্ত্তি কমলা।

মহাদেব। (ভাবে গদ্গদ হ'য়ে) এই সকল মূর্ত্তির উপাসনা ক'ল্লে মোক্ষ হয় তা আমি জানি, তন্ত্রেও লিখিচি, কেবল মোহবশত ভুলে গিয়েছিলাম, এখন আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে প্রমথগণের সহিত দক্ষযজ্ঞ দর্শন ক'ত্তে যেতে পার, তাতে আমার নিষেধ নেই।

কা, সতী। তবে আমাকে সুসজ্জিত ক'রে দেন্।

মহাদেব। নন্দী কোথায়?

(নন্দির প্রবেশ)

নন্দী। (প্রণাম-পূর্ব্বক) কি অনুমতি হয়?

মহাদেব। তুমি প্রমথগণে পরিবৃত হ'য়ে সতীকে রথে আরোহণ করিয়ে প্রজাপতির যজ্ঞ দর্শনে গমন কর। দেখ, সাবধান, কোন বিশেষ ঘটনা হ'লে আমাকে সতীর সংবাদ দেবে।

নন্দী। যে আজ্ঞা। (সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দক্ষের যজ্ঞসভা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ, দধীচি-
প্রভৃতি ঋষিগণ, রাজগণ, দক্ষ প্রজা-
পতি আসীন। বেদীর চতুর্দ্দিকে
হোতৃগণ আসীন।

দধীচি। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঈশান কোন অবলোকন ক'রে স্বগত) কৈ ঈশান কোন তো শূন্য দেখ্‌চি, মহেশ্বর কিম্বা তাঁর অনুচর কাহাকেও দেখ্‌তে পাই নে, এর কারণ কি? (দক্ষের প্রতি) প্রজাপতে! তুমি প্রাজ্ঞ, বিবেচক, এই যে প্রকাণ্ড যজ্ঞ উপস্থিত ক'রেচ, এরূপ যজ্ঞ ত কখন হয় নেই, বোধ হয় হবেও না, এই যজ্ঞে দেবতা সকল আপন আপন আহুতি ভাগ গ্রহণ ক'র্চ্চেন, অপরাপর প্রাণিগণ সুখ সচ্ছন্দে আহারাদি ক'চ্চে, কিন্তু দেবদেব মহাদেবকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে কেন?

দক্ষ। মুনিবর দধীচি! সেই অমঙ্গলশীল মহাদেবকে আমি নিমন্ত্রণ করি নেই, সে দুর্জ্জন সঙ্গী, কদর্য্য ব্যবহারী বিরূপাক্ষ যজ্ঞভাগের যোগ্যপাত্র নয়, সে যজ্ঞভাগের যোগ্যপাত্র না হ'তে পায়, এই জন্যই যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেচি।

দধীচি। প্রজাপতে! যেমন মৃতদেহ বহুরত্নে ভূষিত হ'লেও

শোভা পায় না, সেইরূপ তোমার এই যজ্ঞ শিবশূন্য হ'য়ে শ্মশানভূমির সমান হ'য়েচে।

দক্ষ। তোমাকে এ যজ্ঞে কে আহ্বান ক'রেচে? কেনই বা তুমি এখানে এসেচ? কেই বা তোমায় ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা ক'চ্চে? কি জন্যই বা তুমি এত কথা ব'ল্‌চ?

দধীচি। (সক্রোধে) ওরে দুর্ম্মুখ! আমি নিমন্ত্রিত হই, আর নাই হই, সে বিচারের আবশ্যক নেই এখন ব'ল্‌চি যদি সেই দেবাদিদেবকে নিমন্ত্রণ না কর, তবে এই যজ্ঞ ভূতের যজ্ঞ হবে। সত্যহীন বাক্য, বেদহীন ব্রাহ্মণ, গঙ্গাহীন দেশ যেরূপ মহাত্মাগণের অব্যবহার্য্য, শিবহীন যজ্ঞও সেইরূপ। ওহে প্রজাপতি! যেরূপ পতিহীনা নারী, পুত্রহীন গৃহ এবং দরিদ্রের ভোগাভিলাষ নিষ্ফল, শিবহীন যজ্ঞও সেইরূপ। দর্ভহীন শ্রাদ্ধ, তিলহীন তর্পণ, আর ঘৃতহীন হোমের ন্যায় শিবহীন যজ্ঞও মিথ্যা হয়।

দক্ষ। ওরে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! যে স্থানে জগৎপতি বিষ্ণু যজ্ঞ রক্ষা ক'চ্চেন, সেখানে অমঙ্গল মূর্ত্তি কপালী আমার কি ক'র্‌বে?

দধীচি। তোমার দিব্য জ্ঞান নষ্ট হ'য়েছে, সেই জন্য তুমি কিছু জান্‌তে পাচ্চ না, ফলতঃ যিনি বিষ্ণু তিনিই শিব, যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু. অজ্ঞানের নিকট কেবল ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। দিব্য জ্ঞানী আর, বেদান্ত দর্শনের নিকট "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই অভেদরূপে জ্ঞান হয়। হরিহর একই আত্মা; তুমি শিবের অপমানের

নিমিত্তে এই মহাযজ্ঞ ক'চ্চ, কিন্তু এই যজ্ঞ উচ্ছিন্ন হবে। (ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক) বিষ্ণু যেরূপে যজ্ঞ রক্ষা ক'চ্চেন, তা অবিলম্বেই দেখ্‌তে পাবে।

দক্ষ। (সকম্পে, আরক্তনয়নে) প্রহরিগণ!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। কি অনুমতি হয়?

দক্ষ। এই বিদ্রোহী ব্রাহ্মণকে এখান হ'তে দূর ক'রে দাও।

দধীচি। আমি স্বয়ংই দূর হব, তোমার মঙ্গল দূর হবে, মহাদেব অচিরাৎ তোমার এই মস্তকে বিপৎ দণ্ড নিক্ষেপ ক'র্‌বেন। (সক্রোধে প্রস্থান)

(মহর্ষি বামদেব, দুর্ব্বাসা, বাহ্লীক, গৌতম, অগস্ত্য, চ্যবনপ্রভৃতির অনুপ্রস্থান।)

দক্ষ। (অবশিষ্ট সশঙ্কিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি) মহাশয়দের কোন ভয় নাই, আপনারা নিঃশঙ্কে যজ্ঞ করুন।

১ ম, মন্ত্রী। (তোষামোদ-পূর্ব্বক) মহারাজ! আপনার কন্যা সতীকে কদাচ এ যজ্ঞে আন্‌বেন না।

দক্ষ। সে কথায় প্রয়োজন কি? তার নামও ক'র্‌ব না।

ভৃগু। প্রজাপতে! অদ্যকার আহুতি কার্য্য সমস্ত শেষ হ'য়েছে, অনুমতি হয় ত, আমরা আজ্ বিশ্রাম করি গে, কল্য প্রাতে পুনর্ব্বার যজ্ঞ হবে।

দক্ষ। হাঁ, অদ্য আপনারা যেতে পারেন, কল্য প্রত্যূষে এসেই যজ্ঞ আরম্ভ ক'র্‌বেন।

(ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলিয়া এক দিকে দক্ষাদি ও অপর দিকে ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দক্ষ প্রজাপতির অন্তঃপুর।

প্রসূতি ও দক্ষকন্যাগণ আসীনা।

সতীর প্রবেশ।

প্রসূতি। (সত্বরে উত্থান-পূর্ব্বক) এস মা এস! (ক্রোড়ে লইয়া অঞ্চলের দ্বারা মুখ মার্জ্জন-পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া গদ্গদ স্বরে) হাঁ গো মা! তুমি দেবদেব সদাশিবকে পতি লাভ ক'রে, জননীকে কি বিস্মৃত হ'য়েছ? তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছ ব'লে আমি ভাগ্যবতী হ'য়েছি।

সতী। জননি! পিতা যে যজ্ঞ ক'চ্চেন ঐ যজ্ঞে সদাশিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন?

প্রসূতি। মা! তোমার পিতা দুর্ম্মতি. সদা রেগেই আছেন, ঐ দোষে শিবকে পরম দেবতা ব'লে জান্‌তে পাল্লেন না। শিবের দ্বেষ ক'রে যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছেন. সেই জন্য তোমাদিগে নিমন্ত্রণ করেন নাই; আমরা অনেক ব'ল্লাম, মুনিরাও অনেক নিষেধ ক'ল্লেন, তা তিনি কিছুতেই শুন্‌লেন্ না। মা! তুমি যে দয়া ক'রে এসেচ, এতে আমি পরম সন্তুষ্ট হ'লাম।

সতী। মা! যিনি যজ্ঞেশ্বর, দেবতার দেবতা, যিনি ত্রিজগতের বন্দনীয়, বিধি বিষ্ণু যাঁর আরাধনা করেন, যখন সেই শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই, তখন কখনই এ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে না।

প্রসূতি। বাছা। তবে শোন, আমি গত নিশিতে একটী স্বপ্ন দেখিছি।

সতী। মা! কি স্বপ্ন দেখেছ?

প্রসূতি। মা! দেখ্‌লেম যেন প্রজাপতি যজ্ঞ ক'চ্চেন, সেই যজ্ঞের নিকট মুক্তকেশী, ষোড়শী অট্ট অট্ট হাসি নীরদরাশির মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় এক দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে ভয়ে বিনতি-পূর্ব্বক প্রজাপতি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, দেবী আপনি কে? কার বনিতা? তার পর সেই দেবী ব'ল্লেন, আমি আপনার সতী কন্যা, আমাকে চিন্‌তে পারেন নাই, কি আশ্চর্য্য এই কথা শুনে প্রজাপতি সেই দেবীকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা ক'ল্লেন; শিবের অনেক নিন্দা ক'ল্লেন।

সতী। মা! তার পর।

প্রসূতি। তার পর সেই দেবী শিবের নিন্দাবাদ শুনে যজ্ঞীয় অনলে দেহ বিসর্জ্জন ক'ল্লেন।

সকলে। (সভয়ে) তার পর, তার পর।

প্রসূতি। তার পর কতকগুল ভূত প্রেত এসে যজ্ঞ নাশ ক'রে দেবতাদিগকে মার্‌তে লাগ্‌লো। তার মধ্যে এক জন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কালান্তক যমের ন্যায় এসে সকল দেবতাকেই পরাস্ত ক'ল্লে, তা দেখে ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হ'তে লাগ্‌লো, আর তিনি সে সময় কোন কথা বল্‌তে না পেরে বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

সতী। মা! তার পর কি হ'লো?

প্রসূতি। ভয়ে আমার সকল কথা স্মরণ হ'চ্চে না, স্মরণ ক'রে ব'ল্‌চি, (ক্ষণকাল নিস্তব্ধের পর সকরুণে) তার পর মা! সেই বীর প্রখর নখর-দ্বারা প্রজাপতির মুণ্ড ছিঁড়ে ফেললে।

সতী। (দুঃখের সহিত) এ যে বড় অমঙ্গল স্বপ্ন; তার পর?

প্রসূতি। তার পর আমি অন্তঃপুরের সকল রমণীর সহিত রোদন ক'র্ত্তে লাগ্‌লাম।

সতী। তার পর?

প্রসূতি। তার পর তোমার পিতামহ ব্রহ্মা পুত্রের দুর্দ্দশা দেখে, মহাদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্ব্বার জন্য কৈলাসে গেলেন।

সতী। তার পর?

প্রসূতি। মা! তার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) জানি না এখন আমার ভাগ্যদোষে কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হবে; যা হোক্, আমি সকলকেই পারি, কিন্তু তোমার অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে আমার বড় ভয় হ'চ্চে।

সতী। শিবনিন্দার সমুচিত ফল পেলে প্রজাপতির অজ্ঞান দূর হবে, দ্বেষভাবও দূরে যাবে।

প্রসূতি। ও কি কথা ব'ল্‌চো মা! তোমার মুখ থেকে এমন কথা বার হ'লো ক্যান?

সতী। আমি সাধ ক'রে বলি নাই, শিবের অপমানে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে, তাই ব'ল্‌চি।

প্রসূতি। মা! তোমার কোন অমঙ্গল হবে না, লোকে বলে স্বপ্নে যার অমঙ্গল দেখা যায়, তার পরমায়ু বাড়ে। শুধু লোকে ক্যান? মহর্ষিরাও একথা ব'লে থাকেন; তুমি ত মা সর্ব্বমঙ্গলা; তোমার নাম ক'ল্লে অমঙ্গল যায়। বাছা! তোমার আবার অমঙ্গল কি? (চিবুক ধারণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন)।

সতী। (ক্রোড় হইতে উঠিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) জননি! অনুমতি কর আমি একবার যজ্ঞ দেখ্‌তে যাই।

প্রসূতি। যাও মা! কিন্তু দেখ, যেন আমায় ভুল না।

সতীর যজ্ঞ দর্শনে প্রস্থান।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল একতালা।

দক্ষ-নন্দিনী মোক্ষদায়িনী, কাত্যায়নী বরদে।
কাল কামিনী বীজরূপিণী, ত্রিনয়নী শুভদে॥
শিবসীমন্তিনী গণেশজননী, দুঃখনিবারিণী সুখদে।
সর্ব্ববিধায়িনী পাপহারিণী, শিবে শিবানি অম্বুদে॥
দৈত্যঘাতিনী মহাযোগিনী, সঙ্গ ডাকিনী অন্নদে।
শিবে নারায়ণী শুভে সর্ব্বাণী, আদ্যা ভবানী কামদে॥
নিত্যা সনাতনী ভীষণা ভামিনী, জগততারিণী জ্ঞানদে।
মহিষমর্দ্দিনী কষ্টহারিণী, ভববন্দিনী রূপদে॥

চতুর্থ অঙ্ক।

দিন্ পূর্ব্বমত।

কুণ্ডপার্শ্বে সতী দণ্ডায়মানা।

সভাসদ। আহা এমন রূপ তো কখন দেখি নেই! কি আশ্চর্য্য! (অন্যের প্রতি) দেখ দেখ, এই কন্যার লোমকূপ হ'তে প্রখর তেজরাশি নির্গত হচ্চে; আহা বোধ হচ্চে যেন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হতগর্ব্ব হ'য়ে এঁর শরণাগত হয়েচে। আহা চন্দ্র যেন খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পদতলে নখচ্ছলে শরণ নিয়েচে!

মাণ্ডব্য। (জনান্তিকে) মা! দুরন্ত দক্ষের ভয়ে প্রকাশ্যে প্রণাম ক'র্ত্তে পাচ্চি নে, কিন্তু আমার মন তোমার চরণতলেই আছে, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

দক্ষ। (সতীকে না দেখিয়া মন্ত্রীর প্রতি) দেখ মন্ত্রি! তোমরা সকলেই বলেছিলে ত এই যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন হবে; সেই দরিদ্র শ্মশানবাসী শিবের কি ক্ষমতা যে, সে আমার যজ্ঞে বিঘ্ন ক'র্‌বে? (সতীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে) হাঁ গো! আপনি কে? কার কন্যা? কি জন্যই বা লজ্জাহীনা হ'য়ে এখানে এসেছেন?

সতী। এ হ'তে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আপনি পিতা হ'য়ে কন্যাকে চিন্তে পার্‌লেন না; আমি আপনার কন্যা সেই সতী। পিতঃ! প্রণাম করি। (প্রণাম)

দক্ষ। (করুণস্বরে) বাছা ! তুমি এত মলিন হয়েছ কেন ? তুমি যখন আমার গৃহে ছিলে, তখন তোমার সুবর্ণ-বর্ণ ছিল, সে সকল বসন ভূষণ কোথা গেল ? তোমার পতি কুৎসিত হয়েছে বলে কি দুঃখে অভিমানিনী হয়েছ ? কাল-সর্পিনীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'চ্ছ কেন ? তুমি শিবের পত্নী ব'লে তোমাকে আহ্বান করি নাই। সেই ভূতসঙ্গী অমর্যাদক শ্মশানবাসীর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়। আমার নিকট সেই পাপিষ্ঠের নাম ক'র না ; তুমি স্বয়ং এসেছ, এ হ'তে আনন্দের বিষয় আর কি আছে ? তোমার জন্য বস্ত্র অলঙ্কার সকল প্রস্তুত রয়েচে, গ্রহণ করগে।

সতী। পিতঃ ! শিব নিন্দা ক'র্‌বেন না।

দক্ষ। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) মা ! তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দরী, মৃগনয়না হ'য়ে সেই মর্কটলোচন সর্পভূষণ শ্মশানবাসীর হস্তে পতিত হয়েছ, আমার এ দুঃখ ম'লেও যাবে না। এখন দুরাচার মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হ'লে তোমার কপালে সুখ হয় ; কি করি, দুরাত্মার মরণ ত শীঘ্র হবে না।

সতী। (কর্ণে হস্ত দিয়া) হায় ! প্রাণবল্লভ দেবাদিদেব জগৎপূজ্য ত্রিলোকনাথ মহাদেব ! আপনি এখন কোথায় ? হায় ! আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন ব'লে মূঢ় পিতা দক্ষের ঘৃণাস্পদ হ'লেন ; আমি যদি এই পাপমতির ঔরসে জন্মগ্রহণ না ক'র্ত্তাম, তা হ'লে ত আপনার এই নিন্দা শুন্তে হ'ত না। (দক্ষের প্রতি) ওরে দুর্ম্মতি দক্ষ ! তুমি আর পিতৃ সম্বোধনের

যোগ্য নও; তোমা হ'তে উৎপন্ন এই পাপদেহ আর বহন ক'র্‌তে পারি নে। (স্বগত) আমি দেবগণের সহিত এই যজ্ঞ নষ্ট ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু তা হ'লে পিতৃ-হত্যা হবে। (দক্ষের প্রতি) রে শিবদ্বেষী দক্ষ! শোন্, তুই মোহের বশীভূত হ'য়ে সেই সনাতন শিবের নিন্দা ক'চ্ছিস্; যোগিগণ শীর্ণকলেবরে যাঁর চরণ ধ্যান করেন, সেই দেবদেবকে দুর্ব্বাক্য বল্‌ছিস্। (সক্রোধে) ওরে দুরাচার! যদি তোর মঙ্গল ইচ্ছা থাকে, তবে এখনি এই সকল বাক্য ত্যাগ কর্; যে জিহ্বায় শিবনিন্দা করেছিস্, সেই জিহ্বা ছেদন কর্, অথবা যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দে।

দক্ষ। (সহাস্যে) মা! তুমি অল্পবুদ্ধি, বালিকা, তাই এমন বল্‌চ, সেই কদাচার শ্মশানবাসী শিবকে আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি আর আমার সাক্ষাতে ও সব কথা ব'ল না। (সক্রোধগর্ব্বে বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া) আমি দক্ষ প্রজাপতি, সকল দেবতারাই আমার মহা-গৌরব করে; সেই কুলশীল-বিহীন শম্ভু কি আমার অনুরূপ জামাতা? যা হউক্ তুমি আর আমার সম্মুখে এই দুরাচারের গুণ কীর্ত্তন ক'র না। তুমি যদি আমার কন্যা না হ'তে, তা হ'লে এক্ষণেই তোমার মস্তক ছেদন ক'র্ত্তাম।

সতী। (ক্রোধরক্তনয়নে) ওরে দুর্ম্মতি দক্ষ! তোকে পুনর্ব্বার বল্‌চি, যদি মঙ্গল চাস্ আর জীবনের আশা থাকে, তবে আর শিব নিন্দা করিস্‌নে, পাপবুদ্ধি ত্যাগ

কর্, ভক্তিপূর্ব্বক সদাশিবকে ভজনা কর্, নচেৎ এই যজ্ঞের সহিত অবিলম্বেই তোর বিনাশ হবে।

দক্ষ। (সক্রোধে) রে কুপুত্রি! তুই যে দিন সেই বিরূপাক্ষকে বরণ ক'র্লি, সেই দিন অবধি আমার অন্তঃকরণের কণ্টক হ'য়েচিস্; তোকে দেখ্‌লেই সেই দুঃশীল শিবকে স্মরণ হয়। তুই এই দণ্ডেই এখান হ'তে দূর হ, আর তোর মুখ দেখ্‌তেও আমার ইচ্ছা নেই, তুই দূর হ।

সতী। (ক্রোধে অস্থির হ'য়ে স্বগত) পতিনিন্দা বিষাক্তবাণে আমার দেহ জর্জ্জরিত হ'চ্চে, আর সহ্য ক'ত্তে পারি নে; যা হউক্, এখন এই দুরাত্মা প্রজাপতির দুর্ব্বাক্য-অনলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়। (আকাশে দত্ত দৃষ্টি) হে আকাশ! তুমি শব্দের কারণ, তুমি সর্ব্বব্যাপী, শাব্দিকেরা তোমাকে ঈশ্বর বলে; তবে তুমি কেমন ক'রে দুরাত্মা দক্ষের মুখনির্গত মহেশ্বরের নিন্দাবাদ বহন ক'চ্চ? তাতেও তোমাকে অনুযোগ ক'চ্চি নে। এক্ষণে তোমার নিকট এই ভিক্ষা আমি দেবদেব মহাদেবের নিন্দা আর সহ্য ক'র্ত্তে পারি নে; সেই জন্য মহেশ্বরকে ধ্যান ক'রে এ প্রাণ ত্যাগ করি, তুমি এই শব্দটি সদাশিবের নিকট প্রকাশ ক'র।

হে সমীরণ! তুমি সকল জীবের প্রাণ, এক্ষণে কৃপা ক'রে আমার দেহ হ'তে বহির্গত হ'য়ে সেই মহাযোগী মহেশ্বরের শ্রীচরণে সঞ্চালিত হও।

হে জলাধিপতি বরুণ! তুমি আমার দেহমধ্য হ'তে নির্গত হ'য়ে সেই প্রাণনাথের পাদ্যজল হও গে।

হে ভূমি! তুমি সকল ভার সহ্য ক'র্ত্তে পার, কিন্তু আমি দক্ষের শিবনিন্দা সহ্য ক'র্ত্তে না পেরে তোমাকে ত্যাগ করে তোমার কিঞ্চিৎ ভার লঘু করি।

হে হুতাশন দেব! তোমাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ব'লে অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণেরা তোমার উপাসনা করে, আর তুমি মহাদেবের ললাটে নিয়ত অবস্থিত আছ, তবে দক্ষমুখে কেমন ক'রে শিবনিন্দা শুন্‌চ? এক্ষণে তোমার নিকট ভিক্ষা করি, তোমার দাহনশক্তির দ্বারা আমার পাপদেহ দগ্ধ ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'য়ে উত্তরীয় দুকূল পটে মুখাদি সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে প্রাণায়াম)

সভাসদ। (আশ্চর্য্যভাবে অবলোকন, অকস্মাৎ সতীর চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত অগ্নি)

পটক্ষেপ।

নেপথ্যে হাহাকার রোদন।

হায়! হায়!! হায়!!! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! হায়! কি হ'লো পতিব্রতা সতী কোথায় গেল!!

পঞ্চম অঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

মহাদেব ধ্যানে আসীন।

হঠাৎ নারদের প্রবেশ।

নারদ। দেবদেব! আমি বিধাতৃতনয়, আপনার দাসানুদাস নারদ। (প্রদক্ষিণ ও প্রণাম)

মহাদেব। (ধ্যান ভঙ্গে সহাস্যে) নারদ! কোথা হ'তে? সম্বাদ কি? উপবেশন কর।

নারদ। (সরোদনে) প্রভো! আমি দক্ষালয় হ'তে আস্‌চি, সেখানে দেখে এলেম্ মা জগদম্বা পতিনিন্দা শুনে প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

মহাদেব। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত সরোদনে) হা সতি! হা পতিপ্রাণে! হা প্রাণবল্লভে! আমাকে শোকসাগরে নিমগ্ন ক'রে কোথায় গমন ক'র্‌লে? আমি ত তোমা—ছাড়া ক্ষণকাল জীবন ধারণ ক'র্‌তে পার্‌ব না। (ক্ষণকাল গম্ভীরস্বরে) হা দুরন্ত বিধাতঃ! আমাকে সতীর বিরহ-দাবানল দিয়া দগ্ধ ক'র্‌লে!! আমি ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল রত্ন পরিত্যাগ ক'রে একটী মাত্র সতীরত্ন নিয়েছিলাম, তাতেও আমায় বঞ্চিত ক'র্‌লে? (নারদের প্রতি) বৎস নারদ! যে চিতাভস্মলেপনে আমার চন্দন অপেক্ষাও অধিক সুখ হ'ত, এখন সেই চিতাভস্ম দাবানলের ন্যায় আমায় দগ্ধ ক'চ্চে, এই মৃদুগতি বায়ু বজ্রের সমান হ'চ্চে; আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। হা কি দুর্দ্দৈব! নারদ!

আমার এই হাড়ের মালা যেন বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন ক'চ্চে, এখন আমার প্রাণ ধারণ বিফল। ওহে কাল! তোমার গ্রাস হ'তে কেহই উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর সখেদে) হা সতি! (কিঞ্চিৎ উত্থানপূর্ব্বক) হা সতি! হা প্রাণেশ্বরি! হা প্রাণ-পুত্তলিকে! হা নির্ব্বিশেষ কলেবরে! হা অৰ্দ্ধাঙ্গিণি! পিতার যজ্ঞ দর্শনে যেতে তোমায় অনেক নিবারণ করেছিলাম. সেই অপরাধেই কি আমায় পরিত্যাগ ক'ল্লে? হা সতি! হা ত্রিলোকদুর্লভে! এখন আমি তোমায় কোথায় দেখ্‌তে পাব? একবার দেখা দিয়ে আমার দগ্ধহৃদয় শীতল কর।

নারদ। প্রভো! আপনি পরমযোগী, মহাজ্ঞানী, আপনি বিলাপ ক'ল্লে ধৈর্য্য ধ'র্‌বে কে? ক্ষমা করুন, ধৈর্য্য ধরুন।

মহাদেব। ধৈর্য্য!!! আজই যজ্ঞের সহিত সেই দুরাচার দক্ষকে বিনাশ ক'র্‌ব।

নারদ। প্রভো! সতীর প্রাণত্যাগের পর দুরাত্মা দক্ষ কিছুমাত্র শোক না ক'রে পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছে, আর দেবতারাও আহুতি গ্রহণ ক'চ্চেন।

মহাদেব। (হুঙ্কারপূর্ব্বক আরক্তনয়নে ক্রোধে মস্তক হ'তে একটী জটা ছিন্ন করিয়া ভূমে নিক্ষেপমাত্রেই শূলহস্ত ভস্মভূষিত, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, মহাজটিল, ভয়ঙ্কর, বিকটবেশ, পুরুষের উত্থান)

পুরুষ। (শিবকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে) পিতঃ! সম্প্রতি আমায় কি নিমিত্ত সৃষ্টি ক'ল্লেন? আমায় কি ক'র্‌তে হবে, অনুমতি করুন। আমি কি ক্ষণমধ্যেই চরাচর জগৎকে বিনাশ ক'র্‌ব, না ইন্দ্রাদি দেবগণকে কেশাকর্ষণ ক'রে নিকটে আন্‌ব? না সাক্ষাৎ যমকেই দণ্ড প্রদান ক'র্‌ব? আপনি আমাকে যার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে আজ্ঞা ক'র্‌বেন, সে সুরেশ্বর হ'লেও তাহাকে বিনাশ ক'র্‌ব। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্চ্চি, আপনার অনুমতি হলে আমি না পারি এমন কার্য্যই নাই।

মহাদেব। বৎস! তোমার নাম বীরভদ্র হ'লো; আমি আজ্ তোমায় সেনাপতিপদে নিযুক্ত ক'র্‌লাম। তুমি প্রমথগণ-বেষ্টিত হ'য়ে দক্ষালয়ে যাও, তার যজ্ঞ নষ্ট কর।

বীর। আর কি আজ্ঞা হয়?

মহাদেব। সেখানে যে দেবতারা এসেছে, তাহাদিগে সমুচিত দণ্ড দেবে, আর সেখানে আমার নন্দী আছে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, আমার স্মরণ হয়, সে কর্দ্দম প্রজাপতির যজ্ঞে দক্ষকে যে শাপ দিয়েছিল, দক্ষের মস্তক ছেদন ক'রে সেই শাপ সফল ক'র্‌বে। এই সকল কার্য্য শীঘ্র সমাধা ক'র্‌বে।

বীর। প্রভু! এ সামান্য কার্য্যের জন্য আমাকে সৃষ্টি ক'র্‌লেন কেন? এ কার্য্য সেই নন্দীই নিজে পার্ত্তো।

মহাদেব। যদিও তোমার পক্ষে এ সামান্য কার্য্য, তথাপি ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক তুমি উপযুক্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হবে, সেই জন্য এখন সৃষ্টি ক'র্‌লাম।

বীর। (হুঙ্কারসহকারে) যে আজ্ঞা।

মহাদেব। প্রমথগণ কোথায়!

(বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সহ ভূতগণ ও প্রমথগণের প্রবেশ)।

সকলে। প্রভু! আমাদিগকে কি আজ্ঞা হয়?

মহাদেব। ওহে প্রমথগণ! দক্ষমুখে আমার নিন্দা শ্রবণ করে, (সরোদনে) আমার প্রাণপ্রিয়া সেই সতী আমাকে ও আপন প্রাণকেও পরিত্যাগ করেছেন; যাও, তোমরা সকলে দক্ষের প্রতিফল দিবার জন্যে এই বীরভদ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে দক্ষকে যজ্ঞ সহিত নষ্ট ক'র্‌বে।

প্রমথগণ। যে আজ্ঞা প্রভু! (হুঙ্কার, হর হর শব্দে প্রস্থান)

পটক্ষেপ।

শিবসঙ্গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

"দেবদেব মহাদেব, জয় শিব শঙ্কর।
গঙ্গাধর জটাধর, শশধর-শেখর॥
শিঙ্গা ডম্বুরধর, ত্রিশূলকর বাঘাম্বর।
চর্ম্ম আসন ভস্মলেপন, ত্রিনয়ন যোগিবর॥
ধুস্তুর পুষ্পভূষিত, ষড় ইন্দ্রিয় বিজিত,
রুদ্রাক্ষমালা মিলিত, ফণিযুক্ত কলেবর।

সম্বিত পানানন্দ, ধূর্জ্জটী ভবানন্দ,
প্রমথগণ বন্দ্য, স্বয়ম্ভু দিগম্বর ॥
রজতগিরি সম জ্যোতি, মনমোহন মূরতি,
আশুতোষ পশুপতি, দক্ষযজ্ঞ সংহর।
প্রসন্নবদন পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ সুশোভন,
মদনদমন বৃষবাহণ, যোগাসন বম্ বম্ হর ॥
ত্বং বিরূপাক্ষ ভঙ্গী, ভোলা প্রমথ সঙ্গী,
মৃড় সর্ব্বদা রঙ্গী, ত্বং হি ঈশান ঈশ্বর ॥
অহো কৈলাস ভূপ, অনুপ জ্যোতিঃ-স্বরূপ,
চন্দ্র নিরখ রূপ, নয়ন মনোহর ॥"

ষষ্ঠ অঙ্ক।

যজ্ঞসভা।

সিন পূর্ব্ববৎ।

দক্ষ। (স্বগত) হায়! আমি যদি জানৃতাম যে, শিবনিন্দা শুনৃলে আমার সতী প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বে, তা হ'লে সেই শিব যতই নিন্দাস্পদ হোক্ না কেন, আমি কোন মতেই সতীর সম্মুখে তাঁর নিন্দা ক'র্‌তাম না। হায়! এখন করি কি! যজ্ঞটাও সমাপ্ত ক'র্ত্তে হবে; (বামহস্ত ও বামচক্ষু স্পন্দ অনুভব করিয়া) এ কি অকস্মাৎ বামচক্ষু স্পান্দিত হচ্চে কেন! আমি দক্ষ

প্রজাপতি, আমারও অমঙ্গল চিহ্ন! (অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সশঙ্কে) এ কি চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল চিহ্ন সকল দেখ্‌চি কেন! যা হোক্, আর ও দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ বা মনঃ সংযোগ ক'র্‌ব না; (ঋষিদের প্রতি) মহর্ষিগণ! আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন।

নাগুয়া। (পার্শ্ববর্ত্তী ঋষি ও দেবতাদের প্রতি) ওহে! অতঃপর আমাদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকৃতে হবে, বোধ হয়, কৈলাসনাথ মহাদেব এতক্ষণ এ সম্বাদ পেয়ে থাকৃবেন; পতিপ্রাণা সতীর বিয়োগ-বৃত্তান্ত আমূলত শুন্‌লে সেই রুদ্র যে কিরূপ ক্রুদ্ধ হবেন, তা ত জানাই যাচ্চে। সেই ক্রোধমূর্ত্তি মহারুদ্র নিমেষ-মাত্রেই এই জগৎ সংসারকে সংহার ক'র্‌বেন; বোধ হয়, যুগপ্রলয়ই উপস্থিত হবে; এই যজ্ঞ আর যজ্ঞ-পতিও অগ্রেই বিনষ্ট হবে, আমাদের অদৃষ্টে যে, কি আছে ব'ল্‌তে পারি নে।

কৌৎস। ওহে! আমরা ত তাঁর লক্ষ্য নই; সেই ত্রি-লোচন নিরপরাধীকে কখনই নষ্ট ক'র্‌বেন না।

উতঙ্ক। (উত্তর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এ কি! উত্তর দিক্ অকস্মাৎ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হ'ল কেন?

সকলে। (উত্তর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তাই ত!!

কৌৎস। ওহে! এই নিবিড় অন্ধকারটা যে, ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হচ্চে; এটা কি মেঘ, না কুজ্‌ঝটিকা, না আর কিছু হবে?

মাণ্ডব্য। ওহে! যখন উত্তর দিক্ এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়েছে, তখন বোধ হয়, এটা মেঘ নয়, বোধ হয়, সেই দেবদেব মহাদেবের অনুচর প্রমথগণ এই যজ্ঞ নষ্ট ক'র্‌বার জন্য এই স্থানেই আস্‌চে, এখন হয় কি? বিপত্তৌ মধুসূদনং, মধুসূদন মধুসূদন। (সকলে সমকালে) মধুসূদন, বম্ বম্ শিব রক্ষা কর, শিব রক্ষা কর।

দক্ষ। (সক্রোধে) কি আপদ্, আমি শিবের অপমানের জন্যই যজ্ঞ করেছি, আবার এখানেই শিবের নাম! (ঋষিদের প্রতি) আপনারা যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ও কি আরম্ভ ক'ল্লেন? (সকলে) শিব ত্রাহি! শিব ত্রাহি!!

দক্ষ। (সক্রোধে) কি আপদ্, চুপ কর; যে পুনর্ব্বার ও নাম উচ্চারণ ক'র্‌বে, তাকে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞসভা হ'তে দূরীভূত ক'র্‌ব।

সকলে। (নীরব)

নেপথ্যে। (মহান্ কল কল।

সকলে। মধুসূদন! মধুসূদন!

(বেগসহকারে বীরভদ্রের সহিত হস্তমুখ, পৃষ্ঠমুখ, ঊর্দ্ধমুখ, লম্বকর্ণ, পাদমুখপ্রভৃতি প্রমথ ও রুদ্রগণের প্রবেশ)

বীরভদ্র। ওহে প্রমথগণ! তোমরা আমার আজ্ঞায় এই যজ্ঞকে বিনাশ কর, আর এই যজ্ঞস্থলে যে সকল

দেবতারা এসেছে, তাদের প্রতিও সমুচিত উপদ্রব ক'র্‌বে।

প্রমথগণ। যে আজ্ঞে, মার !! মার !!

ঊর্দ্ধবক্ত্র। ওহে ভূতগণ! দেখ যেন কেউ কোন দিক্ দিয়ে না পলায়; আমি এই পূর্ব্ব দিক্ আগ্‌লে থাক্‌লাম। তোমরা এক এক জনে এক এক দিক্ রক্ষা কর, আর যার যেরূপ ইচ্ছে হয় সেইরূপে যজ্ঞ নষ্ট কর!

হস্তমুখ। (যূপ উৎপাটন করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ, যজ্ঞকুণ্ড নির্ব্বাপণ)

পৃষ্ঠমুখ। (দুই জন দেবতাকে মস্তকে মস্তকে ঘর্ষণ।

সকলে। (বহুবিধ প্রকারে যজ্ঞ নষ্ট করণ)

বীরভদ্র। (নয়ন বিস্ফারণ করিয়া) ওহে ভূতগণ! সেই দুরাচার দক্ষ কোথায়? তোমরা এখনও তাকে আমার নিকট উপস্থিত ক'র্ত্তে পাল্লে না। সেই পাপাচার দক্ষকে শীঘ্র আমার নিকট নিয়ে এস। কেবল দক্ষকেই এনে ক্ষান্ত হবে না; যে সকল দেবতা এই শিবশূন্য যজ্ঞে আহুতি গ্রহণ করেচে সেই সমস্ত দুরাত্মাকেই কেশাকর্ষণ ক'রে আমার নিকটে নিয়ে এস।

ভূতগণ। যে আজ্ঞে। (দেবতাদিগকে আক্রমণ)

বীরভদ্র। বীরগণ! যারা শিবদ্বেষী, তারা সর্ব্বদ্বেষী, বিশ্বনিন্দুক, অতএব এদের কাতরবাক্যে দয়া না ক'রে কণ্ঠগত প্রাণ পর্য্যন্ত পীড়ন কর, যেমন পাপ তেমনি দণ্ড দিবে।

পৃষ্ঠমুখ। (সূর্য্যকে আক্রমণ গ্রীবাকর্ষণ)

সূর্য্য। শিবের দোহাই বাবা রক্ষা কর !

পৃষ্ঠমুখ। থাম বাবা ! তুমি বড় দাঁত দেখায়ে হেঁসেছিলে।

(বলপূর্ব্বক সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন)

বীরভদ্র। ওহে ঊর্দ্ধবক্ত্র! তুমি অগ্নির জিহ্বা আর অর্য্যমার দুই বাহু ছেদন কর।

ঊর্দ্ধবক্ত্র। যে আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণগণ। শিব ! ত্রাহি, শিব ! ত্রাহি। (যজ্ঞপ্রাপ্ত দ্রব্য ল'য়ে পলায়নোদ্যত ছাত্র ও মুনিপুত্রগণের প্রবেশ ও ভূতগণ-কর্ত্তৃক আকর্ষণ)

ভূ। কে রে তোরা কোথা হ'তে কোথা যাচ্চিস্ ? বুঝি যজ্ঞে এসেছিলি ? (একের প্রতি) তুই কি নিয়ে যাচ্চিস্ ?

১ ছাত্র। দোহাই ভূত মহাশয় ! আমায় কিছু ব'ল্‌বেন না ; আমি এখানে আসি নাই।

ভূ। আসিস্ নাই ত যাচ্চিস্ কোথা ? (ছাঁদা বাঁধা বস্ত্র ধরে) এ সব তোর কি ?

১ ছাত্র। আমায় যদি দয়া ক'রে ছেড়ে দেন, তবে বলি। (রোদন)

ভূ। কাঁদিস্ নে, কি বল্ ?

১ ছাত্র। বাবা ! এ শিবশূন্য যজ্ঞে আমার আস্‌তে ইচ্ছা ছিল না, ঐ মুনিঠাকুর আমায় ধরে নিয়ে এলেন, আর আমি যখন আসি তখন আমার ব্রাহ্মণী ব'ল্লেন, দেখ আমি পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা আমার জন্যে কিছু পুরি মেঠাই নিয়ে এস, তাই নিয়ে যাচ্চি। দোহাই ভূত

মহাশয়! আমায় মের না; আমার ব্রাহ্মণীর আমি বৈ আর স্বামী নেই।

ভূ। (গলাটিপে) যা বেটা দূর হ। (দ্বিতীয় ছাত্রকে আকর্ষণপূর্ব্বক) তুই কে রে?

২ ছাত্র। আজ্ঞা আমি কেউ নই।

ভূ। কেউ নই কি? কেউ নও? (গ্রীবাকর্ষণ)

২ ছাত্র। ভূত মহাশয়! আমাকে মেরে গোহত্যা ক'র না।

ভূ। তুই কে বল্?

২ ছাত্র। আমি—ঐ—ঠাকুরের ছাত্র।

ভূ। কোন্ ঠাকুর?

২ ছাত্র। ঐ যে, যার দাড়ি ছিঁড়েচ।

ভূ। ও যে ভৃগু।

২ য় ছাত্র। আগে ভৃগু ছিল, ঐ বড় মহাশয়, ভৃ ভেঙ্গে দিয়েচেন, এখন ঐ শেষটুকু আছে।

ভূ। তোর হাতে কি?

২ য় ছাত্র। ঐ মুনিঠাকুর আমাকে দি'য়ে বাড়ীতে ঘী পাঠাচ্চেন।

ভূ। (ঘৃত ভোজন-পূর্ব্বক ছাত্রের গলে হস্ত দিয়া) দূর হ পাষণ্ড।

অপরকে তুই কে'রে?

৩ য় ছা। আ—আ—আ—আ-মার কাপড়ে ছাঁ—দা।

ভূ। কোথা পে'লি?

৩ য় ছা। দ—দ—দ ক্ষের বাড়ী।

ভূ। দক্ষ কেমন লোক?

৩য় ছাত্র। অ—অ—অ-অতি বড় মহাদুষ্ট শি-শিবনিন্দা ক'রে।

ভু। তুই কি ক'রিস্?

৩য় ছাত্র। আ—আ—আমি শিবের দাস।

ভু। তুই ভুত হ'বি?

৩য় ছাত্র। ক্যা—ক্যা—ক্যা— ক্যান ভাই! আ— আমি ভু—ভু— ভূতইত আছি।

ভু। তুই কোন্ ভুত?

৩য় ছাত্র। আ—আ— আমি ফলারের ছাঁ—আঁ দার ভুত।

ভু। তবে তুই দূর হ (অৰ্দ্ধহস্ত দান)।

(অপরকে) তুই দূরীভুত হবি না কি রে?

৪র্থ ছাত্র। আজ্ঞে না।

ভু। তবে কি বশীভুত হবি?

৪র্থ ছাত্র। আজ্ঞে হাঁ।

ভু। তবে হর হর বোম্ বোম্ বল্।

৪র্থ ছাত্র। হর হর বোম্ বোম্ শিব শম্ভো।

বীরভদ্র। ওহে প্রমথগণ! এই ব্রাহ্মণেরা বড় ভয় পেয়েছেন, এঁদের প্রতি কোন উৎপাত ক'র না। (ব্রাহ্মণগণের প্রতি) ব্রাহ্মণগণ! আপনারা শিবপূজা করেন ত?

ব্রাহ্মণ। বীরভদ্র মহাশয়! আমরা শিবপূজা না করে জল গ্রহণ করি না, তা শিব জানেন।

বীরভদ্র। তবে আপনাদের কোন ভয় নাই। (ভূত-

গণের প্রতি) ওরে ! তোরা এই সকল ব্রাহ্মণগণের প্রতি কিছু অত্যাচার করিস্‌নে, এঁরা শিবপূজা করেন, এঁদের ছেড়ে দে।

ব্রাহ্মণ। বীরভদ্র মহাশয়! আপনার জয় হউক, আপনি দুষ্ট দমন করুন। (যজ্ঞলব্ধ দ্রব্যাদি ল'য়ে সানন্দে প্রস্থান)

বীরভদ্র। (দ্রুতপদে দক্ষের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক) ওরে পাপাত্মা দক্ষ ! তুই যে মুখে পরম পুরুষ শিবের নিন্দা করেছিস্, তোর সেই মুণ্ড ছেদন করি। (নখদ্বারা মুণ্ড উৎপাটন, মুণ্ডহীন দক্ষের ভূমিতে পতন)

ব্রহ্মা। (সরোদনে) হা পুত্র! যজ্ঞের পরিণামে তোমার কি এই ফল হ'লো ? তুমি শিবনিন্দা ক'রে যজ্ঞে আপন প্রাণ আহুতি দিলে ? হায় ! এখন করি কি ! সেই ত্রিলোকনাথ মহাদেব ভিন্ন আর ত কিছু উপায় দেখি নে। এখন কৈলাসপর্ব্বতে যাই ; কৈলাসনাথ যা বিধান ক'র্‌বেন, তাতেই মঙ্গল হবে। (প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

মহাদেব সচিন্ত আসীন।

ব্রহ্মা। (প্রদক্ষিণ ও প্রণাম ক'রে দণ্ডায়মান)

মহাদেব। কে ও পরমেষ্ঠি বিধাতঃ ! তোমার এ কি বিধান ? (উপবেশন কর)

ব্রহ্মা। (উপবেশন ক'রে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক) প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জগদীশ্বর, তবে কেন এত বিভ্রম হ'চ্চে? আপনার সতীর কি বিনাশ আছে? তিনি যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, তিনি পরমা প্রকৃতি; আমার বিষ্ণুর ও আপনকারও প্রসবস্থান, তাঁর কি কখন বিনাশ হয়। সেই জগন্ময়ী দক্ষ প্রজাপতিকে মুগ্ধ ক'রে যজ্ঞকুণ্ডের নিকটে এক অনুরূপ ছায়া-শরীর স্থাপন ক'রেছিলেন, তিনিই যজ্ঞাগ্নিতে দেহত্যাগ করেছেন, আপনি ত এ সমস্ত বিষয় জানেন যে, যুগে যুগে এই ঘটনা হয়।

মহাদেব। বিধাতঃ! ব্রহ্মময়ীর বাস্তবিক বিনাশ হয় না, তা আমি জানি, কিন্তু আমার প্রাণপ্রিয়তমা সেই সতীকে যে আর দেখ্‌তে পাব না, এই দুঃখই যে আমাকে অধৈর্য্য ক'চ্চে।

ব্রহ্মা। প্রভো! আপনি যখন পরম যোগানুষ্ঠান ক'রে সেই পরমা প্রকৃতিকে সানুকুল করেছেন, তখন তিনি কখনই আপনার প্রতি প্রতিকুল হবেন না। যদিও সম্প্রতি দেখ্‌তে পাচ্চেন না বটে, তবু কাতরভাবে প্রার্থনা ক'ল্লে তিনি অবশ্যই পুনর্ব্বার দেখা দেবেন। দেবদেব! আপনি সমস্ত বিধানের কর্ত্তা হ'য়ে সেই আরব্ধ দক্ষযজ্ঞকে বিনষ্ট ক'র্‌বেন না। দয়াময়! কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক দক্ষালয়ে পদার্পণ ক'রে সে যজ্ঞটী সম্পন্ন করুন।

মহাদেব। সেই যজ্ঞভুমিতে আমার অনুচরগণ গিয়ে

কি কি কার্য্য ক'চ্চে? আমার নিকট সেই সমস্ত বর্ণন কর।

ব্রহ্মা। প্রভো! প্রমথগণ যজ্ঞস্থানে দেবতাদিগকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিচ্চে। দেব! যজ্ঞরক্ষক বিষ্ণু সকলের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, 'ওহে বীরগণ! তোমরা কে? কার প্রেরিত? কি জন্যই বা এই মহাযজ্ঞ নষ্ট ক'চ্চ? কেনই বা দেবগণকে প্রহার ক'চ্চ?'

মহাদেব। তার পর?

ব্রহ্মা। তার পর, সেই প্রমথগণ ব'ল্লে, আমাদিগকে স্বয়ং মহাদেব প্রেরণ ক'রেছেন; এই যজ্ঞ নষ্ট করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের অনুমতিদাতা সেনাপতি ঐ; এই ব'লে বীরভদ্রকে দেখ্‌য়ে দিল।

মহাদেব। (ঈষৎ হাস্যে) তার পর?

ব্রহ্মা। ভগবান্ বিষ্ণু সেই কথা শুনে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন ক'রে বিবেচনা ক'ল্লেন, এই যজ্ঞ শিবের অপমানবুদ্ধিতে আরব্ধ হয়েছে, অতএব এর ঈদৃশ অবস্থা হওয়াই উচিত। মূঢ় দক্ষের এরূপ দণ্ড না হ'লে বেদবিধি নিষ্ফল হয়। এই পাপাত্মা শিবের নিন্দা করেছে, সুতরাং আমরা নিন্দিত হ'য়েছি; কারণ আমি শিব, শিবই বিষ্ণু, আমাদের কিছুমাত্র ভিন্নভাব নাই। দক্ষ বিষ্ণুরূপে আমার উপাসনা ক'চ্চে বটে, কিন্তু শিবরূপে আমার বিদ্বেষ ক'চ্চে। যা হউক, বিষ্ণুরূপে আমার যে কিঞ্চিৎ উপাসনা ক'চ্চে,

সেই জন্য যজ্ঞে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা আবশ্যক, এই ভেবে বিষ্ণু বীরভদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত হ'লেন।

মহাদেব। (সশঙ্কে) তার পর? তার পর?

ব্রহ্মা। তার পর, অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর যখন বিষ্ণু অসি চর্ম্মহস্তে বীরভদ্রকে হনন ক'র্ত্তে গেলেন, তখন বীরভদ্র এরূপ হুঙ্কার শব্দ ক'ল্লে যে, সেই শব্দে ভগবান্ বিষ্ণু স্তম্ভিত হ'লেন। তথাপি বীরভদ্র বিষ্ণুকে বিনাশ ক'র্‌বার অভিপ্রায়ে ত্রিশূল উদ্যত ক'ল্লে, আকাশবাণী হ'লো "ভো বীরভদ্র! স্থিরো ভব, তুমি কি ক্রোধবশে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছ? যে শিব, সেই বিষ্ণু, সেই স্বয়ং নারায়ণ, এই উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই; তবে যে বিষ্ণু তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'চ্চেন, সে কেবল দক্ষকে প্রতারণা ক'র্‌বার জন্য।"

মহাদেব। তার পর?

ব্রহ্মা। এই কথা শুনে বীরভদ্র বিনীতভাবে শিবাত্মক বিষ্ণুকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে দ্রুতবেগে দক্ষ প্রজাপতির কেশাকর্ষণ ক'রে তার মস্তক ছেদন ক'ল্লেন। প্রভো! আমি এই পর্য্যন্ত দেখে সেখান হ'তে আস্‌চি। (করযোড়ে) সে যা হউক, এখন আপনি সেখানে গমন ক'ল্লেই সকল বিষয় মঙ্গল হয়।

মহাদেব। আচ্ছা, চল। (উভয়ের গাত্রোত্থান ও প্রস্থান)

পটক্ষেপ।

অষ্টম অঙ্ক।

ছিন্ন ভিন্ন যজ্ঞসভা।

বীরভদ্রপ্রভৃতি দণ্ডায়মান।

মহাদেব ও ব্রহ্মার

প্রবেশ।

প্রমথগণ। (প্রণাম-পূর্ব্বক) হর হর বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর!

ব্রহ্মা। (দক্ষপরিচারকের প্রতি) জনান্তিকে! শীঘ্র পাদ্য অর্ঘ্য আর আর উপহার দ্রব্য এনে মহাদেবের সম্মুখে স্থাপন কর।

(পরিচারকের পাদ্য অর্ঘ্য ও উপহার আনিয়া মহাদেবের সম্মুখে স্থাপন)

ব্রহ্মা। (মহাদেবের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) দয়াময়! অনুমতি করুন, তবে পুনর্ব্বার যজ্ঞ আরম্ভ হোক্।

মহাদেব। (ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর বীরভদ্রের প্রতি) বৎস বীরভদ্র! সম্প্রতি কোপবেগ সম্বরণ ক'রে যাতে এই নষ্টযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তার উদ্যোগ কর।

বীরভদ্র। (অবনতমস্তকে) যে আজ্ঞে। (প্রমথগণের সহিত যজ্ঞসামগ্রী আহরণ ও যথাস্থানে স্থাপন)

পুনঃ যজ্ঞ আরম্ভ।

ব্রহ্মা। (সশোকে কৃতাঞ্জলিপুটে) প্রভো! যদি দয়া ক'রে বিনষ্ট যজ্ঞকে সর্ব্বাবয়ব সুন্দর ক'ল্লেন, তবে কৃপা ক'রে আমার এই মৃত পুত্র দক্ষকেও পুনর্জ্জীবিত করুন; তা না হ'লে আপনার নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক-

রেখায় অঙ্কিত হবে। দয়াময়! যখন আপনার অভয়-চরণে আশ্রয় নিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গই পাওয়া যায়, তখন আমি কি একটী পুত্রের পুনর্জ্জীবন পাওয়াতে বঞ্চিত থাকৃব?

মহাদেব। (সহাস্তে বীরভদ্রের প্রতি) বৎস! আমি অনুমতি কচ্চি, শীঘ্র দক্ষ প্রজাপতিকে জীবিত কর।

বীরভদ্র। যে আজ্ঞে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) যে দুরাত্মারা ঈশ্বরের নিন্দা করে, তারা পশুতুল্য; অতএব এই দুরাত্মার মুখ পশুর ন্যায় হওয়াই উচিত। (বহির্গমন ও একটা ছাগমুণ্ডহস্তে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দক্ষের গ্রীবাদেশে যোজন)

দক্ষ। (উত্থানপূর্ব্বক ঈশান দিকে মহাদেবকে দেখিয়া তৎ সম্মুখে যজ্ঞভাগ স্থাপন)

মহাদেব। যাও, পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ সমাপন কর গে।

দক্ষ। (যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান ও যজ্ঞ সমাপন)

ব্রহ্মা। (দক্ষের প্রতি) বৎস! তুমি এই দেবাদিদেব মহাদেবের চিরকাল নিন্দা ক'রে যে পাপাচরণ ক'রেছ, এখন শিব-স্তুতি ভিন্ন সে পাপ হ'তে পরি-ত্রাণের উপায় নাই।

দক্ষ। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগলাভরণং।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যাকুলং

প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুং ॥
গিরিরাজ-বিরাজিত-বামতনুং
তনু-নিন্দিত-রাজত-কোটি-বিধুং।
বিধি-বিষ্ণু-শিব-স্তুত-পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুং ॥
বৃষরাজ-নিকেতনমাদিগুরুং
গরলাশন-পাংশুবিলেপকরং।
বরদাভয় শূলবিনাশকরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুং ॥

হে বিশ্বসংসার উৎপাদক পালক এবং সংহারকর্ত্তা বিশ্বনাথ! আমাকে রক্ষা করুন; মতিহীন দক্ষের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার শীঘ্র বিনাশ করুন। হে দেব! আপনি সমস্ত দেবের দেবতা, দর্পিষ্ঠগণের দর্পচূর্ণের কারণ, আপনার চরণারবিন্দ ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের বন্দিত। প্রভো! শ্রুতিগণও আপনার মহিমা কীর্ত্তন ক'র্‌তে সমর্থ হন না; তবে অন্য জনে কিরূপে সমর্থ হবে? প্রভো! আপনি সকল ঐশ্বর্য্যকে তৃণ জ্ঞান করিয়া অক্ষমালা ও চিতাভস্ম ধারণ ক'রেছেন। হে করুণাসাগর! আমি অজ্ঞান-বশতঃ আপনার অনেক নিন্দা ক'রেছি, আমার সেই সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি শরণাগত দাস, আপনার চরণ ভিন্ন আর আমার গতি নাই; আপনি নিজ গুণে আমায় পাপসাগর হ'তে পরিত্রাণ করুন।

মহাদেব। (দক্ষের অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক) প্রজাপতে! তোমার আর কোন্ মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'র্‌ব?

দক্ষ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) প্রভো! আমি কৃতার্থ হ'য়েছি; সম্প্রতি আর আমার কিছু অবশিষ্ট নাই, তথাপি যাতে দেবগণ আর নৃপতিগণ যথানিয়মে প্রজাপালন করেন, আর পৃথিবী সমধিক ফলবতী হন, তারই বিধান করুন।

মহাদেব। তথাস্তু।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।